বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়ত্ব বানিজ্যিক ব্যাংকগুলোর (এনসিবি) সংস্কার

১৯৯০ সাল থেকে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশে একটি অধিকতর দক্ষ ব্যাংকিং ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারকে সহায়তা প্রদান করে আসছে, যাতে অব্যাহত উন্নয়নের অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র 'উৎপাদনশীল খাত'এ ঋণ প্রবাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার নিজে চারটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক- সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক ও রূপালী ব্যাংক সংস্কারের প্রক্রিয়া শুরু করার ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ। রূপালী ব্যাংকের বেসরকারীকরণ কাজ প্রক্রিয়াধীন থাকলেও চারটি ব্যাংকের সবক'টির সংস্কার প্রক্রিয়া অত্যন্ত সমস্যাসঙ্কুল। এক্ষেত্রে সফলতা পেতে চাইলে নতুন উদ্যোগ নেয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকগুলো গঠনের উদ্দেশ্য ছিল দেশে আর্থিক সংস্থানের প্রয়োজন মেটাতে। এক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোকে বিভিন্ন পক্ষকে সন্তুষ্ট করার জন্য নিজস্ব বাণিজ্যিক স্বার্থের বাইরেও অনেক কাজ করতে হয়েছে। ফলে ব্যাংকগুলোতে 'অকার্যকর ঋণ' (non-performing loan) -এর বিশাল পাহাড় জমেছে, যেগুলোর সংস্থান পুরোপুরি বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা আলোকে হয়নি। এই ঋণ ঘাটতি যখন রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংগুলোর দুর্বল মূলধন স্থিতির ওপর চাপ সৃষ্টি করে তখন এতে ব্যাপক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়- যা কার্যকর অর্থে সরকারের আর্থিক দায়ে পরিণত হয়।

সরকার এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য একটি সংস্কার কৌশল গ্রহণ করেছে। এই কৌশলের লক্ষ্য হচ্ছে ঃ (১) ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়নের মাধ্যমে 'অকার্যকর ঋণ' প্রবাহ কমিয়ে আনা, এবং (২) এসব ব্যাংকের দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত সমস্যার সমাধানের জন্য আন্তঃব্যাংক কর্মকৌশল উদ্ভাবন ও বাস্তবায়ন।

এই কর্মসূচীর অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার এসব প্রতিষ্ঠানের সংস্কার কাজে সহায়তা প্রদানের জন্য বিশ্বব্যাংককে অনুরোধ করেছে। সরকারের 'এনসিবি রিজুলেশন স্ট্র্যাটেজি'-র ভিত্তিতে বিশ্বব্যাংক ২০০৪ সালের জুন মাসে অনুমোদিত 'এন্টারপ্রাইজ গ্রোথ এন্ড ব্যাংক মডার্নাইজেশন প্রজেক্ট'-এর আওতায় এখাতে সহায়তা প্রদান করছে। 'এন্টারপ্রাইজ গ্রোথ এন্ড ব্যাংক মডার্নাইজেশন প্রজেক্ট'-এর মাধ্যমে অন্যান্য কাজের পাশাপাশি আর্থিক সংস্থান করা, একটি ব্যাংকের (রূপালী ব্যাংক লিঃ- যার কাছে রয়েছে ব্যাংকিং খাতের মোট সম্পদের ৬ শতাংশ) বেসরকারীকরণের জন্য জরুরী ভিত্তিতে একটি খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা, এবং প্রাক-বেসরকারীকরণ পূনর্গঠনের জন্য বাকি তিনটি ব্যাংক (সোনালী, জনতা ও অগ্রণী)-এর ব্যবস্থাপনা কাজে সহায়তা দিতে ২৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের আইডিএ-তহবিলের যোগান দেয়া হয়েছে। একইভাবে, চারটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংককে সহায়তা করার জন্য চারটি আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

চারটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকের পরামর্শকরা যাতে তাদের মূল লক্ষ্য অর্জন করতে পারে সেই বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য বিশ্বব্যাংক ২০০৫ সালে তিনটি 'সুপারভিশন মিশন' বাংলাদেশে পাঠায় এবং ২০০৬ সালের জানুয়ারি ও মার্চ মাসে এই মিশন আবার বাংলাদেশ সফর করে। সর্বশেষ মিশন পূর্ববর্তী মিশনের চিহ্নিত বিষয়গুলো নিশ্চিত করে। তবে, এখনও পর্যন্ত ব্যাংকগুলোতে পরিচালনা সমস্যার সমাধান, ঋণ আদায় ত্বরান্বিত করা এবং কর্মচারীর সংখ্যা ও ব্যাংকের শাখা যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে এসে সার্বিক কর্মকান্ডকে উন্নত করার লক্ষ্যসমূহ অর্জিত হয়নি।

এসব লক্ষ্য অর্জনে বিশ্বব্যাংক মিশন অর্থমন্ত্রণালয়কে নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো পেশ করে ঃ

- মানবসম্পদ নীতিমালার ব্যাপারে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকগুলোর ব্যবস্থাপনাকে যথেষ্ট নমনীয়তা প্রদর্শন, যাতে কর্মচারীর সংখ্যা যৌক্তিক পর্যায়ে নামিয়ে আনা, কাজকর্মের উন্নতি বিধান এবং তথ্যপ্রযুক্তি এবং কম্পিউটারের মত নতুন কিছু বিষয় প্রবর্তনের কাজ বাস্তবায়িত হতে পারে।
- ব্যাংকগুলোর ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের হাতে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান, যাতে তারা প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রদত্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করতে পারেন। একই সাথে, ব্যবস্থাপনা পরিচালকদেরকে সুনির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য এবং তদারকির মাধ্যমে যেসব ক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়ন সম্ভব সেগুলো অর্জনের ব্যাপারে দায়বদ্ধ করা।
- ব্যাংকগুলোর পরিচালনা বোর্ডকে পুনর্গঠিত করা এবং দক্ষ ও ব্যাংকিং, হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবসায়িক বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে এমন কমপক্ষে দুই জন পরিচালক নিয়োগ করা।
- রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্টানগুলোকে (State Owned Enterprises) ঋণ প্রদানের কারণে ব্যাংকগুলোর যে লোকসান হয়েছে তা বাজেট থেকে মিটিয়ে ফেলা।

বিশ্বব্যাংক মিশন আনন্দের সাথে উল্লেখ করছে যে- রূপালী ব্যাংকের বিক্রয় উপদেষ্টা অত্যন্ত সফলভাবে ব্যাংক বিক্রির সকল আয়োজন সম্পন্ন করতে পেরেছে। ওমান, নেদারল্যান্ডস, সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, ভারত ও যুক্তরাজ্যের খ্যাতনামা

বিনিয়োগকারীর পাশাপাশি বাংলাদেশের দু'টি বিনিয়োগকারী গ্রুপও এই প্রতিষ্ঠানটি কিনতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে এবং তাদের কাছ থেকে ১০ টি আগ্রহপত্র (Expression of Interest) পাওয়া গেছে। আশা করা হচ্ছে এসব প্রস্তাব মূল্যায়ন, আলোচনা ও বিক্রির সমুদয় কাজ ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে।

এপ্রিল ২০০৬